ঘাটাল মহকুমার দর্পণ

স্থানীয় সংবাদ

• সমগ্র ঘাটাল মহকুমার বহুল প্রচারিত পাক্ষিক সংবাদপত্র •

আমার সমস্ত চিকিৎসা
জি.এফ.সি-তে

প্রতি মুহূর্তে ঘাটাল মহকুমার খবর পেতে www.ghatal.net-এ চোখ রাখুন

•বর্ষ: ৮ সংখ্যা: ১৪ • ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ রবিবার • STHANIYA SAMBAD [Fortnightly Newspaper] • মোট ৪ পাতা • ₹ ১

•যোগাযোগ: ৯৯৩৩৯৯৮১৭৭/৯৭৩২৭৩৮০১৫ •ইমেল: ss.ghatal@gmail.com •ওয়েবসাইট: www.ghatal.net • ফেসবুক: www.fb.com/SthaniyaSambad.Ghatal

রাজ্যের প্রশাসনিক সহযোগিতা চাইছেন স্বর্ণ শিল্পীরা

দিল্লির ঘটনায় ঘাটাল মহকুমার বহু পরিবারে আর্থিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে

তৃপ্তি পাল কর্মকার

•ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখ থেকে দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় সোনার দোকানগুলিতে দূষণ ছড়ানোর অভিযোগ তুলে সিল করে দেওয়ায় ঘাটাল মহকুমার অনেক পরিবারে রাতের ঘুম চলে গিয়েছে। কারণ, এই মহকুমার বহু পরিবারের অন্ন সংস্থানের উৎস সোনার কাজ। আর এই মহকুমার বেশ কয়েক হাজার যুবক দিল্লিতে থেকে সোনার কাজ করেন।

৭ তারিখের ৪৮ ঘন্টা আগে নর্থ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ডেপুটি কমিশনার কপিল রস্তোগি দূষণ ছড়ানোর অভিযোগ তুলে একের পর এক দোকান সিল করে দেওয়ার অভিযানে নেমেছেন। নর্থ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অভিযোগ, বিডপুরা, রেগরপুরা এবং করোলবাগ এলাকাটি বাণিজ্যিক এলাকা নয়। ওই এলাকাতে বাঙালি স্বর্ণ শিল্পীরা সোনা, তামা এবং রূপা গালানোর জন্য অ্যাসিড ব্যবহার করার ফলে এলাকায় ব্যাপক দূষণ ছড়াচ্ছে। বহুতল বিল্ডিংগুলির অন্যান্য রুমে বা পাশাপাশি যে পরিবারগুলি থাকে অ্যাসিডের ধোঁয়ায় তাঁদের রুমে থাকাটা কঠিন হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ। তাই গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশেই দোকানে সিলিং প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।

স্বর্ণ শিল্পীরা বলেন, ওই এলাকায় প্রচুর কারখানা থাকলেও প্রত্যেক কারখানায় অ্যাসিড ব্যবহার হয় না। ১০-১২ শতাংশ দোকানে সোনা গালানোর কাজ করা হয়। বাকীরা সেই সোনা দিয়ে গয়না তৈরি করেন। যেখানে কোনও অ্যাসিডই লাগে না এবং দূষণের কোনও প্রশ্নই নেই। তবুও সমস্ত দোকান সিল করে দেওয়ার ফলে আমরা পথে বসে গিয়েছি। মালপত্র নিয়ে শুক্রবার থেকে কয়েক হাজার স্বর্ণশিল্পী রাস্তাতেই রয়েছি। ঠিক মতো খাবার জুটছে না। মোবাইল রিচার্জ করে বাড়ির সঙ্গে অনেকেই যোগাযোগ করতে পারছেন না।

স্বর্ণ শিল্পীদের ওই নোটিশ দেওয়া নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। নোটিশগুলি ঠিক ভাবে ধরানো হয়নি। কাউকে ৪৮ ঘন্টা আগে, কাউকে ২৪ ঘন্টা আগে, কারোর আবার দোকানের দরজার ফাঁকে, সিঁড়িতে নোটিশগুলি ফেলে রেখে আসা হয়েছিল। ফলে বহু দোকানের মালিক তাঁদের নামে নোটিশ এসেছিল বলে জানতেনই না। হঠাৎ করে কর্পোরেশনের প্রতিনিধিরা এসে পৌঁছাতেই তাঁরা হতবাক। দোকান থেকে হুড়মুড় করে সব কিছু বার করে দিতে হয়েছে। দু-এক জন দোকান থেকে সোনা থেকে আরম্ভ করে কিছুই বার করতে পারেননি।

বেশির ভাগ স্বর্ণ শিল্পীই যেখানে কাজ করেন সেখানেই রাত্রি যাপন করেন। তাই দোকানগুলি সিল করে দেওয়ার ফলে কিছু স্বর্ণ শিল্পী পরিচিতদের বাড়িতে মালপত্রগুলি রাখার সুযোগ পেলেও বেশিরভাগকেই তাঁদের দোকানের মালপত্র নিয়ে আক্ষরিক অর্থে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হচ্ছে।

জরির কাজের জন্য দিল্লিতে রয়েছেন দাসপুর থানার বৈদ্যপুরের তরুণ পাঁজা। তিনি বলেন, কী চরম অবিচার করে দোকানগুলি সিল করে দেওয়া চলছে তা বলে বোঝানো যাবে না। স্বর্ণ শিল্পীরা খুব বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন। এই দাসপুর থানার বাসিন্দা তথা দিল্লি স্বর্ণ সংঘের কর্মকর্তা সাগরপুরের সুরেশ হাইত, শিমুলিয়ার বিভাস মাইতি, বড় শিমুলিয়ার তাপস জানা এবং গৌরা এলাকার দীপক ভৌমিক বলেন, আমরা এই এলাকার বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি কিন্তু দোকানগুলি সিলিং বন্ধ করতে পারছি না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সমস্যাগুলি উপলব্ধি করে ১১ ডিসেম্বর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বিষয়টি দেখার জন্য চিঠিও দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কোনও নিশ্চয়তা পাচ্ছি না। সিলিং চলছেই।

স্বর্ণশিল্পীদের দাবি, প্রকৃত তদন্ত করে যে সমস্ত দোকানগুলি থেকে দূষণ ছড়াচ্ছে অর্থাৎ যে সমস্ত দোকানে অ্যাসিড দিয়ে সোনা গালানোর কাজ চলে তাদের অন্যত্র পুনর্বাসন দিয়ে তবেই সরানো হোক। আর যাদের দোকান থেকে দূষণ ছড়াচ্ছে না তাদেরকে অযথা হয়রানি করা চলবে না।

কিন্তু স্বর্ণশিল্পীদের ওই দাবি মানা হচ্ছে না। তাই কয়েক হাজার স্বর্ণশিল্পীদের ভবিষৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। বহু স্বর্ণ শিল্পী কাজে অনিশ্চিয়তা দেখে দিল্লি থেকে হয় বাড়ি না হয় অন্য শহরে চলে যাচ্ছেন। দাসপুর থানার নিশ্চিন্তিপুরের মলয় সামন্ত বলেন, দিল্লিতে থাকা স্বর্ণশিল্পীদের গ্রামের পরিবারে ঘুম চলে গিয়েছে।

ঘাটাল মহকুমার অর্থনীতিতে স্বর্ণশিল্পীদের বিশাল বড় একটা প্রভাব রয়েছে। স্বর্ণ শিল্পীরা চান, বিপর্যয়ে পড়া স্বর্ণশিল্পীদের সহযোগিতা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রশাসন সিরিয়াসলি একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। দরকার হলে শাসক দলের সাংসদদের মাধ্যমে দিল্লিতে বৈঠক করা হোক। কিছু না হলে স্বর্ণ শিল্পীদের জন্য এমন একটা পুনর্বাসনের এলাকা তৈরি করে দেওয়া হোক যেখানে তাঁরা গয়না তৈরির সমস্ত ধরনের কাজ করতে পারবেন। স্বর্ণশিল্পীরা বলেন, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভাসা-ভাসা সহযোগিতা করা হচ্ছে। বিষয়টি সিরিয়াসলি দেখা হচ্ছে না।

ছবি আঁকায় প্রথম গৌরার সায়নী

দেবাশিস কর্মকার

•রাজ্যস্তরের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করল দাসপুরের কন্যা সায়নী ঘড়া। পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন স্কুল স্তরের একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। সেই প্রতিযোগিতাতেই 'গ' তথা পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীর বিভাগে সায়নীর এই সাফল্য। সায়নী গোবিন্দনগর গান্ধী শতবার্ষিকী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য বলেন, আমরা সায়নীর জন্য গর্ব অনুভব করছি। সায়নী আমাদের স্কুলের মান বাড়িয়ে তুলল। আগামী জানুয়ারি থেকে আমাদের স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব শুরু হচ্ছে। তার প্রাক্কালে সায়নীর এই সংবাদ একটা

নতুন মাত্রা দিল।

সায়নীর বাড়ি দাসপুরের গোবিন্দনগরে। খুব ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি আঁকাআঁকির প্রতি আগ্রহী সে। এলাকার বিভিন্ন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় এরই মধ্যে বহু জায়গা থেকে প্রথম পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছে সে। গানও সে খুব ভালো করে। কিন্তু ছবি আঁকার প্রতি তার ঝোঁক অনেকটাই বেশি। তার এই প্রতিভাকে বিকশিত করে তুলতে নিয়মিত প্রেরণা জোগাচ্ছে তার পরিবার। বাড়িতে নিজে নিজে আঁকাআঁকি করলেও, তার অঙ্কনে হাতেখড়ি গ্রামের অঙ্কন শিক্ষক গোরাচাঁদ গোস্বামীর কাছে। বর্তমানে তিনিই তাকে আঁকা শেখাচ্ছেন। সায়নীর বাবা অঞ্জন ঘড়া স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন এবং তার মা বর্ণালীদেবী গৃহবধূ। সায়নীর এই সাফল্যে গর্বিত তার পরিবারের মানুষজন। খুশি এলাকার মানুষও। (সংবাদের মধ্যে ছবিটি সায়নী ঘড়ার)

ঘাটালে বিজ্ঞানীদের মূর্তি বসানোর দাবি

অরুণাভ বেরা

•আমাদের দেশে মহাপুরুষদের মূর্তি বসানো নিয়ে হৈচৈ এবং উৎসাহ প্রচুর। কিন্তু মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণে উদাসীনতা যেন প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘাটাল শহরের সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি অন্তত তাই প্রমাণ করছে। গলায় শুকনো মালা, ময়লায় ভর্তি বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে দৃষ্টি আটকে যায়। তাঁর নিজের জন্মস্থান ঘাটাল মহকুমাতেই এই অবস্থা যথেষ্ট পীড়াদায়ক বলে অনেকেই মনে করেন।

বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতির সহ সভাপতি তথা ঘাটাল যোগদা সৎসঙ্গ শ্রীযুক্তেশ্বর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক গৌরিশঙ্কর বাগ বলেন, মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণ হওয়া প্রয়োজন। নিয়মিত পরিষ্কার করাও দরকার। এবিষয়ে ৩ নাম্বার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তুহিনকান্তি বেরা বলেন, মূর্তি পরিষ্কার করা হয়, কিন্তু বাস রাস্তার পাশে অবস্থানের জন্য আবার ধুলো জমে যায়। প্রসঙ্গত, সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে ডান্ডি অভিযানের মূর্তি বসানো হবে। ২০১৯ সালেই সেই মূর্তিটি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিকের মূর্তি থাকলেও বিজ্ঞানীদের মূর্তি বসানোর প্রথা কম কেন? সাহিত্য ও বিজ্ঞানে তো কোনও দ্বন্দ্ব বা শত্রুতা নেই। সমাজে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অবদান সমান। এবিষয়ে দন্দীপুর মন্মথ হাজরা বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক শৈবাল ঘোষ বলেন, গ্রিন সিটি প্রজেক্টে পরিবেশ অগ্রাধিকার পায়। এক্ষেত্রে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর মূর্তি বসানো প্রয়োজন। কারণ তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন, উদ্ভিদের প্রাণ আছে। একথা ঠিক যে বিজ্ঞানীদের মূর্তি বসানো কম হয়। বিজ্ঞানীদের মূর্তি স্থাপন প্রয়োজন।

ঘাটাল যোগদা সৎসঙ্গ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌরিশঙ্করবাবু বলেন, আমরা বিজ্ঞানের সুফল ব্যবহার করি কিন্তু সচেতনতা কম। অজ্ঞতার জন্য বিজ্ঞানীদের মূর্তি বসানোর কথা মাথায় থাকে না। বিজ্ঞানীদের মূর্তি বসানো দরকার। ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দুলাল কর বলেন, বিজ্ঞান মনস্কতা কম এবং বিজ্ঞানের লোকজনও কম। আমাদের দেশে বহু বিজ্ঞানীর প্রচুর অবদান আছে যা আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহারিক জীবনে পাই। অবশ্যই বিজ্ঞানীদের মূর্তির প্রয়োজনীয়তা আছে।

ঘাটালের দোকানে চুরি সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১১ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ ঘাটাল শহরের নিউমার্কেটে কাশীনাথ মণ্ডলের সোনার দোকানে যে ভাবে চুরি হয়েছে তাতে বিস্মিত শহরের মানুষ। ওই রকম ঘিঞ্জি জায়গায় দোকানের সামনে বাইক ঠেকিয়ে দোকানদারকে অসতর্ক করে যে ভাবে গয়না নিয়ে পালাল সেটা কেউই ভাবতে পারেননি। তবে সবারই সন্দেহ যুবকটি পাশাপাশি এলাকার। ঘাটাল মহকুমার ভিলেজ পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়ারদের সহযোগিতায় দুষ্কৃতীর খোঁজ মিললেও মিলতে পারে।

আপনার আপনজনের চিকিৎসার জন্য GFC Hospital যে পরিষেবাগুলি এনেছে:—

•আই.সি.ইউ •নিকু(NICU) •মাইক্রোসার্জারি •অর্থোপেডিক্স(হাড়) •ডায়ালিসিস •মেডিসিন
•ই.এন.টি•দন্ত বিভাগ•ইউরোলজিস্ট•নিঃসন্তান দম্পতিদের চিকিৎসা•প্রসূতিদের নিরাপদ চিকিৎসা

GFC Hospital ঘাটাল • হেল্পলাইন: ৯৪৩৪৪১৩৮২৫/০৩২২৫২৪৪৪০০

স্থানীয় সংবাদ

সম্পাদকীয়

... শতাংশ ছাড়

ভারতীয় বাণিজ্য ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত মূল্যের ওপর ছাড়ের বিষয়টি অত্যন্ত অস্বচ্ছতা তৈরি করে। সমস্ত ব্যবসাকেই ক্রমশ জটিল করে তুলছে। জি.এস.টি যেমন সারা দেশে একই হারে আরোপিত হয়। তেমনি একই কোম্পানির একই পণ্যের দামও সারা দেশে একই হওয়া উচিত। আর এটা না হওয়ার জন্য এক শ্রেণীর ক্রেতা সব সময়ের জন্যই প্রকারন্তে প্রতারিত হচ্ছেন।

একটি পণ্য তৈরি বা উৎপন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন ভাবে তার একটি বিক্রয় মূল্য ঠিক হয়। বিক্রিত মূল্যের মধ্যেই উৎপন্নকারী সংস্থা থেকে শুরু করে খুচরো বিক্রেতার পর্যন্ত লভ্যাংশ ধরা থাকে। তাই যদি হবে তাহলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এবং কোনও কোনও এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ওপর ছাড় দেওয়ার বিষয়টি আসে কেন? আর ওই ছাড়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নির্দিষ্ট পণ্যটি কেনার জন্য বিভিন্ন বাজারের ক্রেতাদের বিভিন্ন রকম দাম দিতে হচ্ছে। পণ্যের নির্দিষ্ট দাম নেওয়ার নিয়ম না থাকায় কোনও কারণে তাঁরা ছাড় পেলেন না সেই সমস্ত ক্রেতাদের তুলনামূলক ভাবে বেশি দামে পণ্যটি কিনতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট দাম না থাকায় বেশি দামে যাঁরা কিনেছেন সেই সমস্ত ক্রেতারা পরোক্ষে বঞ্চিত হচ্ছেন বা ঠকছেন। তাই প্রশ্ন, একই পণ্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন-ভিন্ন দাম হবে কেন?

তাই ব্যবসার মধ্যে স্বচ্ছতা আনতে দেশ জুড়ে একই পণ্যের একটি দাম হওয়া উচিত। তা না হলে সব্জি বাজারের মতো পণ্যের মোড়কের ওপর থেকে এম.আর.পি লেখাটাই তুলে দেওয়া উচিত।

ঘাটালে গণ উপনয়ন

রবীন্দ্র কর্মকার

•গরিব ও দুঃস্থ ব্রাহ্মণ সন্তানদের উপনয়ন তথা পৈতে দিতে গণ উপনয়নের ব্যবস্থা করতে চলেছে ঘাটাল পৌর সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট। এনিয়ে ২ ডিসেম্বর ওই ট্রাস্টের একটি সাংগঠনিক সভা হয়। পৌর সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের সভাপতি পঞ্চানন চক্রবর্তী বলেন, ঘাটাল গম্ভীরনগরের কামারপাড়া শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে ওই সভায় ঠিক করা হয়, যে সমস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণরা অর্থের অভাবে তাঁদের ছেলেদের উপনয়ন দিতে পারছেন না তাদের উপনয়নের ব্যবস্থা করে দিতে গণ উপনয়ন তথা পৈতে অনুষ্ঠান করা হবে। ঘাটাল পৌর সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা ব্রহ্মানন্দ চক্রবর্তী বলেন, এই গণ উপনয়ন অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে ১৪২৫ বঙ্গাব্দের ২৩ মাঘ বৃহস্পতিবার। ইংরেজির ৭ ফেব্রুয়ারি। যে সমস্ত ব্রাহ্মণরা এবিষয়ে আগ্রহী, তাদের যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের ঘাটাল ব্লক সংগঠনের সম্পাদক জগদীশ মিশ্র। এছাড়াও এদিন সভায় বিভিন্ন অতিথি বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সমাজে দু'একজন ছাড়া প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণই ভুলে ভরা মন্ত্র উচ্চারণ করে জীবিকা নির্বাহ করে যাচ্ছেন। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের জন্যে বিভিন্ন জায়গায় টোল খোলা হয়েছে। একটু চেষ্টা করলেই ব্রাহ্মণরা শুদ্ধ বাংলা শিক্ষার মাধ্যমে শুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রটাও শিখে নিতে পারবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মণরা তা না করে বৈষয়িক চিন্তায় ডুবে থাকেন বলে বক্তারা খেদ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, ঘাটালের সোমনাথ ঘোষের (কালু) বিষ্ণু মন্দিরে টোল খোলা হয়েছে। সেই টোলে ঘাটাল এলাকার ব্রাহ্মণদের যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান তারা।

ক্ষুদিরাম মেলা

সনাতন ধাড়া

•শহিদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে সাগরপুর সংলগ্ন বড়শিমুলিয়া দীঘির পাড়ে ক্ষুদিরামের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এবছরও ৩ ও ৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হ'ল ক্ষুদিরাম মেলা। ২০০৭ সাল থেকে শুরু হয় শহিদের নামে উৎসর্গিত ক্ষুদিরাম মেলা। বিগত বছর গুলির মতই দুদিনের এই মেলায় ক্ষুদিরাম বসুর জীবনী সম্পর্কিত আলোচনা ছাড়াও ছিল নানান ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শহিদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি রক্ষা কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ দুয়ারী জানান, আমাদের দেশ স্বাধীন। আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি তাকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। ক্ষুদিরাম লড়াই করেছিলেন ব্রিটিশের অত্যাচার, শোষণ, শাসনের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ আমাদের দেশ থেকে চলে গেলেও আমরা এখনও অত্যাচার, বঞ্চনা, নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাইনি। এই জন্যই ক্ষুদিরামের আদর্শ, ক্ষুদিরামের চর্চা ও ক্ষুদিরামকে আমাদের সকলের স্মরণ করা প্রয়োজন। ক্ষুদিরামের স্মৃতি বিজড়িত বটগাছের পাশ দিয়ে যাওয়া কাঁচা রাইমণি রোডটিকে পাকা এবং ওই স্থানটির আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশাসনের কাছে আবেদন নিবেদন সহ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বীরেন্দ্রনাথ দুয়ারী, বলরাম হাইত, প্রভাস মান্না, কালীপদ সামই, সনাতন দিণ্ডা, রবীন মান্না, সুভাষ সামন্ত, শঙ্কর মাজি, গৌর সাঁতরা, শীতলচন্দ্র সামন্ত সহ শহিদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি রক্ষা কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

প্রসঙ্গত, ১৮৮৭ সালের অক্টোবর মাসে স্থানীয় রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের মঙ্গল সাঁতরাকে সঙ্গে নিয়ে ওই জায়গাতেই ক্ষুদিরাম ব্রিটিশ ডাক লুণ্ঠন করেছিলেন।

দিনদুপুরে ছিনতাই দাসপুরের ইসবপুরে

রবীন্দ্র কর্মকার: দিনদুপুরে বৃদ্ধার গলা থেকে সোনার হার ছিনতাই করে নিয়ে বাইকে করে চম্পট দিল দুই যুবক। ৯ ডিসেম্বর ঘটনাটি ঘটেছে দাসপুর-২ ব্লকের ইসবপুর গ্রামে। বৃদ্ধার নাম লক্ষ্মী মান্না। হাজরাবেড় গ্রামে বাড়ি। ওই বৃদ্ধার ছেলে দিলীপকুমার মান্না বলেন, ৯ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ মা রামনগর-ইসবপুর থেকে সাধুর আশ্রমের দিকে যাওয়ার রাস্তা দিয়ে ধানের কাজে মাঠে যাচ্ছিলেন। ওই সময় দুই দুষ্কৃতী বাইকে চেপে মায়ের কাছে গিয়ে থামে। তারপর রাস্তা জিজ্ঞেস করার অছিলায় কথা বলতে শুরু করে। হঠাৎ বাইকের পেছনের যুবকটি মায়ের গলার হারটি ছিনিয়ে নেয় ও বাইকে করে দুজনেই চম্পট দেয়। এই ছিনতাইয়ের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দিলীপবাবু বলেন, ওই এলাকায় এর আগেও এধরনের ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় নিরাপত্তার দাবী তোলেন তিনি। দিলীপবাবু জানান, সোনার ওই হারটি সতেরো গ্রামের ছিল। হারের এসে কেডিএম বাই ডিকে ছাপ ছিল।

মনোহরপুরে কে কাজ করবেন?

নিজস্ব সংবাদদাতা: ঘাটাল ব্লকের মনোহরপুর-২ গ্রামপঞ্চায়েতের শুধুমাত্র ১ নম্বর সংসদটি বিরোধী তথা সিপিএমের হাতে। ১০ ডিসেম্বর ওই সংসদে সভা ছিল। সেখানে পরাজিত প্রার্থী বিশ্বনাথ দে হঠাৎই সবার সামনে বলে উঠলেন, আগামী পাঁচ বছর সংসদে কাজ করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। নির্বাচিত প্রার্থী কাশীনাথ দত্ত বলেন, এই কথা শুনে শুধু আমি নয়, সবাই অবাক হয়ে পড়ি। হেরে গিয়েও কোন সাহসে ওই কথা বললেন?

পাঠকের আঙিনায়

'স্কুলের ৫০ বছর পূর্তি থেকে শুরু হোক অত্যাধুনিক পরিষেবা'

আমাদের 'গোপালপুর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল'-এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব শুরু হচ্ছে। পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনেক অনুষ্ঠান হবে। সুবর্ণ জয়ন্তী পূরণ উপলক্ষ্যে নানান অনুষ্ঠান খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তাই আমাদের স্বপ্নের স্কুলে এই শুভলগ্নে স্কুলটিকে যদি বৈদ্যুতিন দিক দিয়েও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত তাহলে খুব ভালো হত। অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পর তার রেস বেশি দিন থাকে না। কিন্তু যদি আধুনিক সভ্যতার দিকে স্কুলকে উন্নীত করা যায় তাহলে পড়ুয়া, অভিভাবক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ—সবারই মঙ্গল হত। এই প্রসঙ্গে আমার কয়েকটি প্রস্তাব রয়েছে:—

•স্কুলের একটি নিজস্ব ডায়নামিক ওয়েবসাইট করা হোক। বাংলা ইউনিকোড হরফে যেখানে স্কুলের ইতিহাস সহ নানান তথ্য তুলে ধরা থাকবে। থাকবে ছবি ও ভিডিও গ্যালারি। স্কুলের বিভিন্ন নোটিশ, জরুরি ঘোষণা ওই ওয়েব সাইট থেকে পাওয়া যাবে।

•কম্পিউটারাইজড অ্যাডমিশন, স্টুডেন্ট ডাটাবেস, রেজাল্ট, ফিজ নেওয়া, সার্টিফিকেট ইস্যু করার ব্যবস্থা করার জন্য একটি সফ্টওয়্যার কেনা হোক(কিনতে পাওয়া যায়) বা তৈরি করা হোক। এতে পড়ুয়াদের সম্বন্ধে একবার তথ্য এন্ট্রি করলে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ সমস্ত ক্লাস তো বটেই সেই পড়ুয়ার তথ্য সারাজীবন রয়ে যাবে। অফিসের কাজের চাপও কমবে।

•পড়ুয়াদের আর.এফ.আইডি (রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন)কার্ড দেওয়া হোক। এর ফলে পড়ুয়ারা কখন স্কুল ঢুকছে-বেরোচ্ছে তাদের গতিবিধি বোঝা যাবে।

•পরিশুদ্ধ পানীয়র জন্য একটা প্ল্যান্ট বসানো যেতে পারে।

•প্রত্যেকটি ক্লাসে মাইক সিস্টেম করা যেতে পারে। ক্লাসে ছোটছোট বক্স থাকবে। অফিস থেকে কোনও ঘোষণা সরাসরি ক্লাসে পৌছানো যাবে। প্রয়োজনে মাইকের মাধ্যমে ক্লাসও নেওয়া যেতে পারে।

•ইন্টারনেট সিস্টেম সমৃদ্ধ ডিজিট্যাল লাইব্রেরি করা যেতে পারে।

এগুলির জন্য বিশাল কিছু খরচ পড়ে না। প্রয়োজন শুধু আধুনিক মানসিকতা এবং উদ্যোগ। অনুষ্ঠানের বিশাল অঙ্কের ব্যয় থেকে কিছুটা কাটছাঁট করে এগুলো করা যায় কিনা স্কুল কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতেই পারে।

—কাজলকান্তি কর্মকার
দুবরাজপুর• দাসপুর-২

ভিন্ন স্বাদ

পাট জমিটা কোথায়?

জামাই গেছে শ্বশুর বাড়ি। অনেকদিন পর গেছে তাই শাশুড়ি ভালো ভালো রান্না করেছে। পোলাও, মাংস, রুই মাছ, কোপ্তা, কালিয়া, দই, বেগুন ভাজা এবং পাটশাক! খেতে বসলে শাশুড়ি প্রথমে জামাইয়ের প্লেটে একগাদা পাটশাক তুলে দিল! জামাই তাড়াতাড়ি সেটুকু খেয়ে ফেলল। এদেখে শাশুড়ি বলে উঠলেন, 'বাবা, তোমার বুঝি পাটশাকটা খুব ভালো লেগেছে, আর একটু দিই?' বলতে বলতে আরেকগাদা পাটশাক জামাইয়ের প্লেটে তুলে দিলেন।

জামাই একটু মনক্ষুণ্ণ হল। শুধু পাটশাক খেয়েই পেট ভরে গেল! জামাই ওই টুকু খেয়ে শেষ করতেই শাশুড়ি বললেন, 'বাবা, আরও একটু দেব?' জামাই তখন খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা, আপনাকে আর কষ্ট করে প্লেটে শাক তুলে দিতে হবে না! পাট ক্ষেতটা দেখিয়ে দিন, আমি সেখানে গিয়ে খেয়ে আসি!'

'সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত জীবন সৎ ও চরিত্রবান হওয়াই বাঞ্ছনীয়'

গত ১৬ নভেম্বর ২০১৮ সংখ্যায় 'সাংবাদিকদের ভূমিকা নিয়ে...' শীর্ষক প্রতিবেদনের জন্য 'স্থানীয় সংবাদ'-এর সম্পাদককে অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনি যে শির উঁচিয়ে চলতে পারেন, তা আবার প্রমাণ করে দিলেন।

আলোচ্য বিষয় 'সংবাদ'। 'সং' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'হাসি উদ্রেককারী সাজপোশাক পরিহিত ব্যক্তি তথা ভাঁড়'। সাচ্চা সাংবাদিকের এই উপমা থেকে শত হস্ত দূরে থাকাই শ্রেয়। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে মাথা বিকিয়ে দেওয়া সাংবাদিক যেমন আছেন তেমনই ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য অথবা রাগ-ক্ষোভ-ঈর্ষা প্রকাশের জন্যই সংবাদপত্রে লেখালেখি করেন এমন সাংবাদিকও আছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তাই আমিও বলছি, 'রতনে রতন চেনে'। তবে সবাই অসৎ নয়।

মঞ্চ আলো করে বসা ধাপ্পাবাজ সাংবাদিকদের তাই পাঠককূল আজ সহস্রবার ধিক্কার জানায়। কখনও আবার এরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেন। শব্দবাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে যেমন এধরনের বাজি তৈরি বন্ধ করার আইন প্রণয়ন করা দরকার; সেইমত সাংবাদিকদের উচিত, ওই দুর্নীতিগ্রস্ত, বিকৃতরুচির কলঙ্কিত নায়কদের বয়কট করা এবং জনসমক্ষে এদের মুখোশ খুলে দেওয়া। এতে সমাজের মঙ্গল হবে।

যেসব ব্যবসায়ী ভাগাড়ের পচা মাংসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এবং মানবসমাজের ক্ষতি করে চলেছে তারা হ'ল কর্কট রোগাক্রান্ত। তোলাবাজ, সংকীর্ণচেতা, অসত্যের পুজারি নেতা ও সাংবাদিকরাও সুসভ্য মানব সমাজের দুষ্ট-ক্ষত। এদের কেউ কেউ স্থান-কাল-পাত্র বিচার না করে যত্রতত্র অশ্লীল শব্দ প্রয়োগকে বীরোচিত কাজ বলে মনে করেন। তবে এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত '...তিনি যখন সাংবাদিকতার ময়দানে থাকবেন তখন যেন তাঁর ব্যক্তিগত কু-আচরণগুলি প্রকাশ না পায়।'— এই কথাটির সঙ্গে আমি একমত নই। ছাত্রছাত্রীরা যেমন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে তেমনই সাংবাদিকরূপী শিক্ষকদের জীবনচরিত থেকে মানবসমাজ সুশিক্ষাই পেতে চায়। সাংবাদিকদের পেশার প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকবে। আর তাদের ব্যক্তিগত জীবনও সৎ এবং চরিত্রবান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যুবসমাজও এদের থেকে শিক্ষা নেয়। বিশ্বের সব সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে এটাই আমার আবেদন।

—মধুসূদন প্রামাণিক,
গোপমহল•ঘাটাল
পশ্চিম মেদিনীপুর

প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার কাছে...

এক যুবক এক যুবতীকে বলছে: আই লাভ ইউ।

যুবতী: ওই, আয়নায় নিজের চেহারা দেখছিস কখনও?

যুবক: দেখেছি বলেই তো তোমার মতো পেত্নীকে অফার দিতে আসছি। নইলে তো প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার কাছেই যেতাম...।

বাঁচার উপায়

রোগী: ডাক্তারবাবু! বেশিদিন বাঁচার কোনও উপায় আছে কি?

ডাক্তার: এখনও বিয়ে করেননি?

রোগী: না।

ডাক্তার: তাহলে একটা বিয়ে করে নিন।

রোগী: কেন? বিয়ে করলে কি বেশিদিন বাঁচা যায়?

ডাক্তার: তা বলতে পারব না। তবে এটা বলতে পারি যে, বিয়ে করার পর আর বেশিদিন বাঁচতে চাইবেন না!

রামধনু যোগার মাল্টিজিম

নিজস্ব সংবাদদাতা: দুঃস্থ ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনামূল্যে ব্যায়াম ও জিম পরিষেবার ব্যবস্থা করল ঘাটালের রামধনু যোগ ব্যায়াম সমিতি। ১ ডিসেম্বর মনোহরপুরে ওই ব্যায়াম সমিতির নিজস্ব মাল্টি জিমের উদ্বোধন করে দাসপুর থানার ওসি সুব্রত বিশ্বাস। ব্যায়াম সমিতির কর্ণধার বাপন মান্না বলেন, বর্তমান যুগে মানুষের প্রচুর কাজের চাপের মধ্যেও নিজেদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন ব্যায়াম। আমি বহুদিন ধরে যোগব্যায়াম নিয়ে কাজ করছি এবং অনেক মানুষজনকে ভালোও রাখতে পেরেছি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে অল্পবয়সী যুবক-যুবতীদের মেদের আধিক্য দেখা দিচ্ছে। আর তাদের কাছে যোগ ব্যায়াম করা মত সময় নেই। তাই তাদের জন্য এই মাল্টি জিমের ভাবনা মাথায় আসে। এরজন্য সরকারি দরবারে সাহায্যের বহু আবেদন করেছি, কিন্তু বহু আশ্বাস মিললেও কোনও সুরাহা মেলেনি। তাই নিজেই বিভিন্ন ভাবে ধারদেনা করে এই জিমটি গড়ে তুলি। এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্যায়াম সমিতির এই জিমের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল সৎসঙ্গ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌরীশঙ্কর বাগ, খানজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক কর্মকার, প্রদীপ মান্না সহ প্রায় দুই শতাধিক স্বাস্থ্যপ্রেমী মানুষ। বাপনবাবু বলেন, আশা রাখছি এই মাল্টি জিম এলাকায় ভীষণ ভাবে সাড়া ফেলবে। উল্লেখ্য, এখানে জিম ছাড়াও যোগ থেরাপির ব্যবস্থা থাকবে।

সরবেড়িয়ায় ব্যাঙ্কের পরিষেবা শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা: দাসপুর-১ নম্বর ব্লকের সড়বেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের টাকা লেনদেনের ভোগান্তি কমল। সরবেড়িয়া হাইস্কুলের ঠিক বিপরীতে ৫ ডিসেম্বর শুরু হল দাসপুর এস.বি.আই ব্যাঙ্কের অধীনে একটি গ্রাহক সেবা কেন্দ্র। এই এলাকায় এস.বি.আই-এর পক্ষে কোনও ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ছিল না। এই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের পক্ষে স্বয়ং মাইতি বলেন, এই গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে টাকা তোলা, জমা দেওয়া, নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা, টাকা পাঠানো, অন্য যেকোনও ব্যাঙ্কের টাকা তোলার মত জরুরি পরিষেবাগুলি উপলব্ধ রয়েছে। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দাসপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুনীল ভৌমিক, দাসপুর এস.বি.আই-এর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রতীক বসু, রাজনগর এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার করুণাশিস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মহুলের ১০ বছর

নিজস্ব সংবাদদাতা: দেখতে দেখতে সাহিত্য পত্রিকা 'মহুল' এক দশক পূর্ণ করল। ৯ ডিসেম্বর দাসপুরের পাঁচবেড়িয়া সানরাইজ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল মহুল আয়োজিত 'নিজের সঙ্গে দেখা' নামে কবিতাপাঠ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল এবারের মহুলের নতুন সংখ্যা এবং এলাকা ও এলাকার বাইরের সাহিত্যিক, কবিদের সম্মাননা জ্ঞাপন। মহুল পত্রিকার সম্পাদক কেশব মেট্যা জানান, এদিন প্রকাশিত হয় মহুল এর বিশেষ সংখ্যা 'রাঢ় বাংলার কবি ও কবিতা'। উপেক্ষিত ধর্মমঙ্গল নিয়ে বলেন লোকসংস্কৃতি গবেষক উমাশংকর নিয়োগী। প্রায় ৬০ জন কবি কবিতাপাঠ করেন। এদিন মহুল এর পক্ষ থেকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক দেবাশিস ভট্টাচার্যকে। মহুল এর এই আয়োজনে সকলেই মুগ্ধ। রাঢ় বাংলার শেকড়ের গন্ধে সত্যিই নিজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সবার।

প্রয়াত কবির লেখা প্রকাশিত হচ্ছে ঘাটালে

দেবাশিস কর্মকার

•ঘাটালের প্রয়াত কবি অবনীমোহন শীলের অপ্রকাশিত শতাধিক লেখা প্রকাশনার দায়িত্ব নিল তাঁর পরিবার। পেশায় ফার্মাসিস্ট অবনীমোহনবাবু ১৯৯৫ সালে মারা যান। তাঁর আদি পৈতৃক বাড়ি বাংলাদেশের বরিশালে হলেও পরবর্তীকালে তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। তাঁর পরিবারের বর্তমান ঠিকানা ঘাটালের নন্দীপুর। অবনীবাবু পেশায় ফার্মাসিস্ট হলেও, আজীবন তিনি নীরবে তাঁর সাহিত্যকর্ম চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পর উদ্ধার হওয়া প্রায় ৬৫টি পাণ্ডুলিপি সেটাই প্রমাণ করে। ২০১০ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময় তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর লেখাগুলি খুঁজে পান। বর্তমানে মোট তিন হাজার ছশোটির মত লেখা উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানত রয়েছে গীতিকবিতা, নাটক এবং ছোটদের জন্য লেখা ছড়া ও গল্প। নানা কারণে পাণ্ডুলিপিগুলি দীর্ঘদিন অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল বলে জানা গিয়েছে। শেষমেশ তা প্রকাশের দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে পরিবারের সদস্যরা। শুধু তাই নয়, তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অবনীমোহন শীল স্মৃতি গ্রামীণ সাংস্কৃতিক অছি পরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ওই সংগঠন প্রতিবছর অবনীবাবুর বিভিন্ন লেখা প্রকাশের পাশাপাশি নানা সাংস্কৃতিক কাজকর্মে যুক্ত থাকবে বলে জানা যাচ্ছে।

অবনীবাবুর ছেলে সুখময় শীল বলেন, ৩১ ডিসেম্বর তথা সোমবার তার বাবার জন্মদিন উপলক্ষ্যে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তাঁর লেখা বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হবে। বইটির নামকরণ করা হয়েছে, 'নির্বাচিত শত কবিতা ও গাথা'। ওইদিন অনুষ্ঠানটি হবে ঘাটাল কলেজের শ্রেণীকক্ষে। এলাকার নানা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

সমবায়ের উদ্যোগে ১০ কোটি ঋণ

নিজস্ব সংবাদদাতা: বর্তমানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতায় থাকা কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে নিত্য নতুন পরিষেবা সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তমলুক ঘাটাল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ সমবায় ব্যাঙ্ক জনকল্যানের স্বার্থে এমনই একটি এক দিনের লোন ক্যাম্প করল। ১ ডিসেম্বর ওই ক্যাম্পটি হল ক্ষীরপাই টাউন হলে। তমলুক ঘাটাল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সম্পাদক কৌশিক কুলভী বলেন, ওইদিন এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার পরিবারের মানুষ ওই ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে উপকৃত হয়েছেন। ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, ঋণ হিসাবে ১০ কোটি ১২ লক্ষ টাকা এলাকার বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এক-একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে এক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে দুই শতাংশ সুদে। ওইদিন ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত সমবায় সচিব ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের সচিব এম. ভি. রাও। ওই সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান গোপালচন্দ্র মাইতি বলেন, এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও চাষীরা নামমাত্র সুদে সরকারি ঋণ পেয়ে খুশি। ঋণপ্রাপ্ত অর্থ তাদের অর্থনৈতিকভাবে নিশ্চিত আরও স্বনির্ভর করে তুলবে। ঘাটাল মহকুমার সমস্ত স্তরের জন প্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকরা ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

তৃণমূলের রক্তদান

সনাতন ধাড়া : তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে এলাকার উন্নয়ন হয়নি বা এই সরকারের সুফল ভোগ করেননি এমন একজন ব্যক্তিকেও এলাকায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই সর্বদা এই সরকারের পাশে থাকুন। ৩ ডিসেম্বর দাসপুরের বাসুদেবপুর অঞ্চল তৃণমূলের পরিচালনায় রক্তদান শিবির উপলক্ষ্যে চাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে সাধারণ মানুষকে এমনই বার্তা দিয়ে গেলেন দাসপুরের তৃণমূল নেতৃত্ব। বিগত কয়েক বছরের মত এবারও বাসুদেবপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল মহকুমা ব্লাড ব্যাঙ্ক একত্রে এই শিবির থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। এদিনের শিবিরে মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে মোট ৯৬ জন রক্তদান করেন। ৬০ জনেরও বেশি মহিলা এদিন রক্ত দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দাসপুরের বিধায়ক মমতা ভুঁইঞা, বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাবিনা ইয়াসমিন, সুকুমার পাত্র, কৌশিক কুলভী, মিলন জানা, কাজল সামন্ত, গিরিশ দোলই, তরুণ সেন, পিন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা মণিকা পোড়িয়া, অর্চনা মণ্ডল, মৌমিতা রায় সহ অন্যান্যরা। বাসুদেবপুর গ্রামের মানি মাণ্ডির নেতৃত্বে সাঁওতালি নৃত্য এদিনের রক্তদান শিবিরটিকে এক আলাদা মাত্রা এনে দেয় বলে জানা গেছে।

মনোহরপুরে মার্কেট শেডের উদ্বোধন

রবীন্দ্র কর্মকার

•এলাকার সবচেয়ে বড় বাজার তথা ঘাটাল থানার মনোহরপুর বাজারের নতুন শেডের উদ্বোধন হল। ৯ ডিসেম্বর বিকেলে শেডটির উদ্বোধন করেন ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি দিলীপ মাজি। ওই বাজার কমিটির সম্পাদক জগন্নাথ চক্রবর্তী বলেন, মনোহরপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শেডটি নির্মিত হয়। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তা খুলে দেওয়া হল। এতদিন এই বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতারা খোলা আকাশের নিচে রোদ-বৃষ্টিতেও কেনাবেচা করত। শেডটি হওয়ায় তা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন প্রায় ১২০ জন বিক্রেতা সহ অন্যান্য মানুষজন। ওই বাজার কমিটির সভাপতি তথা এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান জয়দেব দোলই জানান, ৭৫ ফুট দীর্ঘ, ৩৫ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট শেডটিতে একসঙ্গে প্রায় ৮০ জন বিক্রেতা বাজারের পসরা সাজিয়ে বিক্রিবাটা করতে পারবেন। পরবর্তীকালে বাজারের আরও সৌন্দর্যায়নের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলে বাজার কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। উল্লেখ্য, এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্য জয়ন্তী বিশুই, ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ দয়াময় চক্রবর্তী, ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চানন মণ্ডল, শিক্ষারত্ন প্রণয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, সমাজকর্মী সুদীপ মণ্ডল সহ ওই পঞ্চায়েতের সদস্যরা। জগন্নাথবাবু জানান, এদিন বাজারের প্রত্যেক বিক্রেতাকে একটি করে ব্যাগ উপহার দেওয়া হয়।

দাসপুর মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা:দাসপুর সবুজ উৎসব সাড়ম্বরে আরম্ভ হল। ১২ ডিসেম্বর সবুজ সংঘের মাঠে ওই উৎসবের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র ও অভিনেত্রী সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দাসপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুনীল ভৌমিক সহ অনেকেই। উৎসবটি ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। মেলায় প্রত্যহ বিকিকিনির সাথে থাকছে নানান অনুষ্ঠানও।

দুর্বল ব্রিজে বাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা: খুকুড়দহ ব্রিজের দু'পাশে ফুট ব্রিজে অবৈধ ভাবে সন্ধ্যের পর থেকে বসছে রমরমা বাজার। একে তো দুর্বল সেতু তার ওপর প্রতিনিয়ত যাতায়াত করছে ভারী ভারী পণ্যবাহী ট্রাক। যেকোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। তবুও হুঁশ নেই প্রশাসনের। ব্রিজের উপর বাজারটি বন্ধ করার কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের। কলকাতার মাঝের হাট ব্রিজ দুর্ঘটনার স্মৃতির ক্ষত এখনও শুকোয়নি। গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিজ চাপা পড়ে বেশ কিছু লোক মারা যান। তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলার সাথে যোগাযোগকারী জাতীয় সড়কের উপর ব্রিজগুলি দেখার জন্য। আজ প্রায় চারমাস হতে চলেছে তবুও খুকুড়দহ ব্রিজের না হয়েছে মেরামতের কাজ, না হয়েছে কোনও সংস্কার। তারওপর এখন সন্ধ্যের পর থেকে ব্রিজের উপরেই দুপাশে ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিড় জমে উঠে। ব্রিজের দুপাশে স্ট্রিট লাইটের তেমন ব্যবস্থা নেই। প্রশাসন দ্রুত এই ব্রিজটি মেরামত এবং ব্রিজের ওপর দিনরাত্রি বাজার বন্ধ না করলে যেকোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। (➥তথ্য: শ্রীকান্ত ভুঁইঞা•জগন্নাথপুর)

নন্দনপুরে গ্রামসভা

•৬ ডিসেম্বর নন্দনপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রামসভা আয়োজিত হয়। সভাতে নানান উন্নয়নমূলক কাজের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ওই সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ওই দিন সাম্প্রদায়িকতার প্রতিবাদে বিকেলে সোনাখালিতে বামপন্থী সংগঠনের উদ্যোগে সম্প্রীতির মিছিল হল। মিছিলে পা রাখেন শতাধিক বামকর্মীরা। অন্যদিকে ধর্ম নিরপেক্ষতা রক্ষার দাবিতে দাসপুর-২নং ব্লকের সেকেন্দারী থেকে জয়কৃষ্ণপুর পযন্ত পদযাত্রা সহকারে মিছিল করে বামপন্থীরা। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল অধিকারী, কলোড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক গণেশ সামন্ত ও অন্যান্য বামকর্মীরা। (➥তথ্য: শ্রীকান্ত ভুঁইঞা•জগন্নাথপুর)

গৌরায় চুরি

•২ ডিসেম্বর গৌরা সংলগ্ন গোবিন্দনগরের মাজি পাড়ার লক্ষ্মীমন্দিরে চুরি হলো। ওই দিন সকালে মাজি পাড়ার স্থানীয় বাসিন্দা দের নজরে পড়ে মন্দিরের তালা ভাঙা এবং মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখে ঠাকুরের শরীরে থাকা দুই থেকে তিন ভরি সোনার অলংকার ও রূপোর মুকুট ও আরও অন্যান্য অলংকার নেই। অনুমান রাত্রিতেই চুরি হয়েছে। মন্দিরের এক সদস্য অংশুমান মাজি জানান, এর আগেও এই মন্দিরটিতে প্রায় তিনবার চুরি হয়েছে। এবারের চুরির ঘটনাটি পুলিশকে জানানো হয়েছে। (➥তথ্য: শ্রীকান্ত ভুঁইঞা•জগন্নাথপুর)

গেস্ট টিচার চাই

অবসরপ্রাপ্ত Hons/PG বাংলা অতিথি শিক্ষক চাই। বয়ঃক্রম ৬০ বছর থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। মাসিক সাম্মানিক ৭০০০/- টাকা। পূর্ণ বায়োডাটা ও P.P.O সহ আবেদনপত্র ১৬-১২-২০১৮ থেকে ২৬-১২-২০১৮-এর মধ্যে স্কুল চলাকালীন সময়ে পৌঁছাতে হবে এই ঠিকানায়—Soai Santinath Jn. High School (New Setup) Vill-Soai, PO-Balidanga, PS- Ghatal, Dist-Paschim Medinipur.

Sd/-
Ardhendu Sekhar Maity
TIC
Soai Santinath Jr. High School

শিশুদের খুশি করাই 'বাবাজি'র উদ্দেশ্য

সৌমেন মিশ্র

•আশি ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধা মা চম্পক লতাদেবী দরজা গোড়ায় বসে ছেলে অসিত মাইতির খাবার নিয়ে। বেলা গড়িয়ে গেলেও ছেলের দেখা মেলে না। ছেলে কোথায়? উত্তরে বৃদ্ধা বলেন, আজ রাজনগরের হাট। হাট সেরে ছেলে কোন্ একটা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ফল খাইয়ে তবে বাড়ি ফিরবে বলে গেছে।

ছেলেকে সারা গ্রাম চেনে বাবাজি নামেই। চালচুলোহীন এই বাবাজির বাড়ি দাসপুর-১ ব্লকের রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সামাট গ্রামে। বছর পঁয়তাল্লিশের অসিতবাবু ওরফে বাবাজি বিয়ে আর করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। ছিপছিপে শীর্ণকায় অসিতবাবু কিশোর বয়সেই নবদ্বীপে দীক্ষিত। নিরামিষভোজি বাবাজির সারাটা দিন কাটে নরনারায়ণের সেবা করেই। আয় বলতে, হাটে হাটে সবজি বিক্রি। তা থেকে যা পান অধিকাংশটাই ব্যয় করেদেন স্কুলে স্কুলে বিদ্যার্থীদের নানা ধরনের খাবার খাইয়ে। শুধুমাত্র স্কুল বললেও ভুল হবে, মাঝে মধ্যেই বাবাজি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে পরমান্ন বা পায়েসও এলাকাবাসীদের মধ্যে বিতরণ করেন। এলাকা বা এলাকার বাইরের বিভিন্ন মন্দির বা আশ্রমে মাঝে মধ্যেই গাড়ি করে সবজি নিয়ে হাজির হয়ে যান। রাজনগর এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই বাবাজি এখন ভীষণ পরিচিত মুখ। বাবাজির দৌলতে ছাত্রছাত্রীরা নানা ধরনের পুষ্টিকর ফল যেমন আঙুর, আপেল, কমলালেবু, কুল, পানিফল, পেয়ারা, কলা প্রায়শই পায়। কখনও আবার বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের জন্য নানারকম সবজি নিয়েও আসেন। সামাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সীমা ঘাঁটি জানান, তাঁদের বিদ্যালয়েও বাবাজি প্রায়ই নানান ফল, সবজি, পায়েস নিয়ে হাজির হন। বাবাজি তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ ভালোবাসেন। প্রথমটায় খাবার নিয়ে নিজেদের মধ্যে কিন্তুবোধ থাকলেও এখন আর ভয় পাই না। বাবাজি ছাত্রছাত্রীদের খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন খাবার পরিবেশন করেন। তবে জানা গেছে, এইসব আয়োজন দেখে এর পিছনে কিছু অসৎ উদ্দেশ্য আছে ভেবে অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা বাবাজিকে নিষেধও করে দিয়েছেন।

তাঁর এই কাজের উদ্দেশ্য কী? এ বিষয়ে বাবাজিকে প্রশ্ন করা হলে বাবাজি বলেন,এতদিন ভগবানের সেবা করে আমি এটুকুই বুঝেছি, মানুষের সেবা করা মানেই ভগবানের সেবা করা। আর ছোটো ছোটো নিষ্পাপ শিশুদের মধ্যেই ভগবান বিরাজ করেন। আমি সেই দেবতারই পুজো করছি। আমার সবজি ব্যবসার মূল লক্ষ্যই জীবের সেবা। আমি সংসার ধর্ম ত্যাগ করেছি জীব সেবার কারণেই।

ভি.পি-র উদ্যোগে নিজ ঘরে ভবঘুরে

সুদীপ্ত শেঠ

•দাসপুর-২ ব্লকের গোপীগঞ্জে মাস খানেক ধরে এক যুবককে এদিক ওদিক ঘুরতে দেখে বাড়ি ফেরাতে উদ্যোগী হন দাসপুর-২ ব্লকের খেপুত দক্ষিণবাড় গ্রামপঞ্চায়েতে এলাকার ভিলেজ পুলিশ(ভি. পি) সন্দীপ বেরা। খোঁজ নিয়ে বিশেষ কিছু পরিচয় না পাওয়া যাওয়ায় ফেসবুকে নিজের ওয়ালে একটি পোস্ট দেন সন্দীপবাবু। সেই সূত্র ধরে ৫ ডিসেম্বর বেলা ১২টা নাগাদ ফোন মারফত যোগাযোগ করে পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মধ্যবয়সী সোমনাথ মান্নাকে। সোমনাথবাবুর বাড়ি হাওড়ার ডোমজুড়ে। গোপীগঞ্জের স্থানীয় ব্যবসায়ী সানি ওয়াসিম বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে বাজার এলাকায় ঠাঁই নিয়েছিল ওই ব্যক্তি। খিদে পেলে এ দোকান ও দোকান করে পয়সা চাইত।

তবে যতদূর দেখেছি খুবই শান্ত স্বভাবের। সন্দীপবাবু বলেন, রাতে বাজার এলাকায় ডিউটি করতাম আর খেয়াল রাখতাম যাতে নদীর দিকে যেন না যেতে পারে। কথা বলার চেষ্টাও করেছি কয়েকবার। স্পষ্ট কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। আমার ফেসবুক পোস্টের সূত্র ধরে ওই ব্যক্তির দিদি প্রথম ফোন করেন। আমি আজ খুব খুশি পরিজনের হাতে ওনাকে তুলে দিতে পেরে। পরিবারের দাবী, স্নাতক পাশ করার পরে হতাশা থেকে বেশ কয়েক বছর আগে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন সোমনাথবাবু। হঠাৎ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসায় এমন বিপত্তি ঘটেছে। সোমনাথকে ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি সোমনাথের দিদি সোমা মান্না। এই ঘটনার জন্য সন্দীপবাবুকে দাসপুর থানা পুরস্কৃত করবে বলে জানা গিয়েছে। (•ছবিটি ভিলেজ পুলিশ সন্দীপ বেরার)।

TENDER NOTICE

Government of West Bengal

Office of the Superintendent
Ghatal S.D.H & S.S.H
Ghatal • Paschim Medinipur
Ph.& Fax: 03225-255064

Memo No: 2214/1(14) Date:05.12.2018

Sealed Tender are hereby invited for supplying of the Basic Nursing Mannequin & Advance Full Nursing Mannequin for the Nursing Training School, Ghatal, Paschim Medinipur. The Tender schedule terms & condition are to be collected from the office of the undersigned between 12 Noon to 2 PM on any working day from 17-12-2018 to 22-12-2018 on production of GST No. on the Letter Pad of the Supplier. Tender will be opened on 08-01-2019 at 2 PM in the office of the undersigned (Room No. 13) in the presence of the bidders or their authorized representative. The authority is not bound accept the lowest bidder & keeps the right to cancel the Tender at any time showing without any reason. The priority will given on the quality of the product.

Sd/-
Superintendent
Ghatal S.D.H & S.S.H
Paschim Medinipur.

TENDER NOTICE

Government of West Bengal

Office of the Superintendent,Ghatal S.D.Hospital
Ghatal • Paschim Medinipur

Memo No: 2187/1 (14) Dated: 01-12-2018

Sealed Tender are hereby invited for washing the Linens of Ghatal S.D. Hospital, Paschim Medinipur for the period from 01.01.2019 to 31.03.2019 or further order whichever is earlier. The Tender Schedule terms and condition are to be purchasable from the Office of the Superintendent, Ghatal S.D. Hospital between 12 noon to 2,00 P.M. on any working day from 13.12.2018 to 19.12.2018 on production of Treasury Challan showing deposit of Rs:-10.00 (Rupees Ten) only under the Head 0210 Medical & P.H. in favour of the Superintendent, S.D. Hospital ,Ghatal, Paschim Medinipur and Tender will be opened on 20.12.2018 at 2.00 P.M. in the Office of the Superintendent (Room No:-13) in presence of attending bidders or their authorized representatives. The Authority keeps the right to cancel the Tender at any time showing without any reasons.

•The following documents are to be furnished along with the quotation.

A. Bank Account Number. B. Pan Number.
C. Trade License For The Year 2018-2019
D. G.S.T. Number.

Sd/-
Superintendent
Ghatal S.D. Hospital
Paschim Medinipur.

উন্নততর রোগী পরিষেবার লক্ষ্যে
এখন জি.এফ.সি হাসপাতালে
আই.সি.ইউ (ICU)
GFC Hospital
কুশপাতা ■ ঘাটাল ■ পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২১২
মোঃ ৯৪৩৪৪১৩৮২৫ / ৮১৭০০০৪৮৬৬ / ৮৯০০০২০০০৬

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক তৃপ্তি পাল কর্মকার কর্তৃক দুবরাজপুর, ডাক: ডিহিরামনগর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২১২ হইতে প্রকাশিত এবং মা কালী অফসেট প্রেস, কোন্নগর, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে মুদ্রিত
•সম্পাদক: তৃপ্তি পাল কর্মকার •প্রধান কার্যালয় 'জি.এফ.সি' বিল্ডিং; কুশপাতা; ডাক: ঘাটাল; পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২১২ (প্লাস কোড: MP2P+QC •সহ-সম্পাদক: রবীন্দ্র কর্মকার